তারিখ 24 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

মুজিবনগরের ১২ প্রধান শিক্ষক বিনা ছুটিতে প্রমোদভ্রমণে

মেহেরপুর প্রতিনিধি

মেহেরপুরে মুজিবনগর উপজেলার ১৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১২টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ১৭ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ছুটি ছাড়া পরিবার নিয়ে প্রমোদভ্রমণে গেছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তারা কক্সবাজারে প্রমোদ ভ্রমণে আছেন। প্রধান শিক্ষক না থাকায় ওইসব বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষকরা বেলা ১২টার মধ্যে স্কুল ছুটি দিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। এমনকি প্রধান শিক্ষক ছাড়া ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস ও ২১ মার্চ স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে দায়সারাভাবে। কোনো ছুটি ছাড়া প্রমোদ ভ্রমণে যাওয়াতে নাখোশ হয়েছে উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা।

উপজেলার যেসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রমোদ ভ্রমণে অংশ নিয়েছেন সে বিদ্যালয়গুলো হল— দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মোনাখালী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোমরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, জয়পুর তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর নিম্নমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, মুজিবনগর আম্রকানন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বল্লভপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও আনন্দবাস নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থী যে যার মতো করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে খেলাধুলা করছে। কোনো ক্লাস হচ্ছে না। বিদ্যালয়ের এক ছাত্র বলেছে হেড স্যার ৫-৬ দিন ধরে না থাকায় ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে না। একই অবস্থা অন্য স্কুলগুলোতেও। এ বিষয়ে মুজিবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজারুল ইসলাম বলেন, উপজেলার প্রায় সব স্কুলের প্রধান শিক্ষক সপরিবার মিলে ১৭ মার্চ পিকনিকে গিয়েছেন কক্সবাজারে। মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গোলাম ফারুক জানান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছুটি নেবেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির কাছে থেকে। তাদের উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে ছুটি নিতে হয় না। তবে একত্রিত হয়ে তাদের ভ্রমণে যাওয়া ঠিক হয়নি। তাছাড়া বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সর্বোচ্চ তিন দিন ছুটি দিতে পারেন। তবে পিকনিক বা প্রমোদ ভ্রমণের জন্য কোনো ছুটি বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটি দিতে পারেন না। যোগাযোগ করা হলে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোস্তাকিম খোকন বলেন, প্রধান শিক্ষক ১৭ তারিখ থেকে ৪ দিন ছুটি নিয়েছেন। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুভাষ চন্দ্র গোলদার বলেন, তারা কোনো লিখিত ছুটি নেয়নি এবং অফিসকেও জানানি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলেও তিনি জানান।